# বনানীতে স্পা সেন্টারে মানবপাচার চক্রের ছয় সদস্য গ্রেপ্তার, ১২ নারী উদ্ধার

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর বনানীতে স্পা সেন্টারের আড়ালে বাধ্যতামূলক যৌনবৃত্তি পরিচালনার অভিযোগে সিআইডির সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিট অভিযান চালিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক সাতজনসহ মোট ১২ জন নারীকে উদ্ধার করেছে। একই সঙ্গে মানবপাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছয়জনকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়।

গত ১০ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে 'রিলাক জোন বিউটি পার্লার অ্যান্ড সেলুন' নামের ওই স্পা সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রলোভন দেখিয়ে আনা তরুণীদের জোরপূর্বক যৌনশোষণে বাধ্য করা হতো বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ঘটনার পর সিআইডি বাদী হয়ে বনানী থানায় মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা (নং ০৬, তারিখ ১১/১২/২০২৫) দায়ের করেছে। আইনের ৩(১)(গ) ধারায় বলা হয়েছে— যৌন বা শ্রম শোষণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষকে সংগ্রহ, আটকে রাখা, পরিবহন, লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়াই মানবপাচারের অপরাধ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মো. জাহাঙ্গীর আলম (৩৭), নারায়ণগঞ্জ, মো. রাকিবুল ইসলাম (২৫), পটুয়াখালী, গোলাম মোর্শেদ ওরফে সৌমিক (২৬), রংপুর, মো. রাব্বি ইব্রাহীম (২৩), নোয়াখালী, জহিরুল (৩৩), নারায়ণগঞ্জ, শ্যামল কুমার (৪৭), মানিকগঞ্জ

এছাড়া স্পা সেন্টারের মালিক মো. মোবারক আলী ওরফে সবুজ এবং ভবনের মালিক মো. দেলোয়ার হোসেনকেও মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন পলাতক রয়েছেন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, বনানীর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এই স্পা সেন্টারটি গড়ে তোলে চক্রটি। অভিযানকালে একাধিক কক্ষে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রলোভন দেখিয়ে আনা অল্পবয়স্ক নারীদের অবস্থান পাওয়া যায়। উদ্ধার ব্যক্তিরা জানান, মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উচ্চ বেতনের চাকরি, বিউটি পার্লারে নিরাপদ কাজ ও থাকার সুবিধার প্রলোভনে তাদের ঢাকায় আনা হয়েছিল। পরে ভয়ভীতি, প্রতারণা ও চাপ প্রয়োগ করে যৌনবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়।

পলাতক ভবনমালিক দেলোয়ার হোসেন অবৈধ কাজে ব্যবহারের বিষয়টি জানতেন বলেও প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

সিআইডি জানিয়েছে মানবপাচার ও যৌন শোষণের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসব চক্র সাধারণত গ্রামের দরিদ্র পরিবারের নারীদের টার্গেট করে, তাই সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মামলাটি সিআইডির মানবপাচার ইউনিট তদন্ত করছে। চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্তকরণ ও পুরো নেটওয়ার্ক উন্মোচনে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।